ডিজিটাল পরিবহন যুগে বাংলাদেশ

ইমদাদুল হক

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যেতে শুরু করেছে আমাদের জীবনাচার। সহজতর হচ্ছে জটিল সব কাজ। কমছে দুশ্চিন্তাও। ঘরে-বাইরে সব জায়গায় প্রযুক্তি এখন নির্ভরতার নাম। এর বদৌলতেই আরও থাকছে গাড়ি চুরি কিংবা পথে পথে ট্রাফিক হয়রানির দৃশ্যপট। এর কল্যাণে শিগগিরই কমবে সড়ক দুর্ঘটনার ভয়াবহতা। আধুনিক ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে অচিরেই আমরা দেখা পাব কাঙ্ক্ষিত নিরাপদ সড়ক। রাস্তার নিত্য দুর্ভোগ-যন্ত্রণা শব্দগুলো ঠাঁই নেবে ইতিহাসের পাতায়।

সেই সময় আর খুব বেশি দূরে নেই। ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে দেশের পরিবহন খাতে ডিজিটালাইজেশনের কাজ। সুশৃঙ্খলভাবে অনেকটা অন্তরালেই সম্পন্ন হচ্ছে এই যুগান্তকারী কর্মযজ্ঞ। ডিজিটাল পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে গ্রহণ করা হয়েছে আধুনিক পরিবহন নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি যানবাহনের জন্য নিবন্ধন নাম্বারসহ এক ধরনের নাম্বার প্লেট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই প্লেটটি দিনে ও রাতে দেখা যাবে। এসব মোটরযান সহজে চিহ্নিত করতে এতে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে। কোনো মোটরযান দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও ডিজিটাল নাম্বার প্লেট তা শনাক্তকরণে সাহায্য করবে। এই ব্যবস্থা ভুয়া নাম্বার প্লেট ও একই নাম্বার বিভিন্ন যানবাহনে ব্যবহারও শনাক্ত করবে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরিতে (বিএমটিএফ) চলছে এই ডিজিটালাইজেশনের কাজ। ডিজিটাল পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রথমেই শুরু হয়েছে ডিজিটাল নাম্বার প্লেট লাগানোর কাজ।

আরএফআইডি : নতুন যুগে পরিবহন খাত

রিফ্লেকটিভ নাম্বার প্লেট নামের এই ডিজিটাল প্লেটটির রয়েছে নানা সুবিধা। এর ফলে আগামীতে একই নাম্বার প্লেটে একাধিক গাড়ি চলবে না। চুরি বা ছিনতাই হওয়া গাড়ির নাম্বার প্লেট বদলানোও সম্ভব নয়। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছিনতাই হওয়া গাড়ি কোথায় আছে, তা জেনে উদ্ধার করা যাবে সহজেই। রাতের অন্ধকারে গাড়ির নাম্বার অনেক দূর থেকে দেখা যাবে। ঘরে বসেই গাড়ির অবস্থান জানতে পারবে পুলিশসহ বিআরটিএ সংশ্লিষ্টরা। ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া কেউ গাড়ি চালাতে পারবেন না। সেতুতে লাইনে দাঁড়িয়ে টোল দিতে হবে না। বেপরোয়া গাড়ি চালালে তাও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। শৃঙ্খলা ও উন্নত সেবার লক্ষ্যে মোটরযানের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগসহ রেট্রো-রিফ্লেকটিভ নাম্বার প্লেট চালুর মাধ্যমে পরিবহন খাত নতুন যুগে প্রবেশ করল।

যেভাবে শুরু

ডিজিটাল পরিবহন যুগে প্রবেশের স্বপ্ন বোনা শুরু হয় ২০০৪ সাল থেকে। ওই বছরের ৮ এপ্রিল যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেকটিভ নাম্বার প্লেট প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ওই সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে বিআরটিএ নতুন করে দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রেট্রো-রিফ্লেকটিভ নাম্বার প্লেট সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু করে। আর দশটি সুদূরপ্রসারী কাজের মতোই গোড়াতে হোঁচট খায় এই প্রকল্প। ফলে তখন তিনবার দরপত্র আহ্বান করার পরও রেট্রো-রিফ্লেকটিভ নাম্বার প্লেট সরবরাহের জন্য দরদাতা নির্বাচন সম্ভব হয়নি সরকারের।

এগিয়ে আসে বিএমটিএফ

দিনের পর মাস ও বছর পেরিয়ে গেলেও যখন বেসরকারিভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানই দরপত্র দাখিল করতে সাহস পায়নি, তখন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে এগিয়ে আসে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ)। ২০১১ সালের ৫ জুন সরাসরি ক্রয়-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রেট্রো-রিফ্লেকটিভ নাম্বার প্লেট, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও মোটরযানের স্মার্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ভেহিক্যাল ওনারশিপ কার্ড) দেয়ার জন্য প্রস্তাব দাখিল করে সেনাবাহিনীর পরিচালনাধীন এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটি।

টাইম লাইনে

বিএমটিএফের প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচ্য ক্রয়-প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে নির্দেশনা চেয়ে বিআরটিএ ২০১১ সালের ২৭ ডিসেম্বর যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক বিভাগে চিঠি দেয়। এ ক্রয় কাজটি পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ৭৬ (ক)-এর নিরিখে বিধি ৭৬ (ছ) অনুযায়ী সরকারি ক্রয়-প্রক্রিয়ার আওতায় বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির (বিএমটিএফ) মাধ্যমে করার জন্য গত বছরের ৮ জানুয়ারি সড়ক বিভাগ প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়। সড়ক বিভাগের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়ার পর বিআরটিএ ওই বিষয়ে কারিগরি, আর্থিক ও প্রায়োগিক দিকগুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা ও সুপারিশ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) দু'জন অধ্যাপক এবং সাপোর্ট টু ডিজিটাল বাংলাদেশের (এটুআই) প্রতিনিধিসহ ছয় সদস্যের একটি কারিগরি কমিটি গঠন করে। এ কারিগরি কমিটি পণ্য ও সেবা সরাসরি ক্রয়-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিএমটিএফ থেকে সংগ্রহের জন্য তাদের চিঠি দেয়। পরে এর ভিত্তিতে তারা ১০, ১৫ ও ২০ বছর-মেয়াদি প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবনার মধ্যে ১৫ বছর মেয়াদি ৫৯৯ কোটি ৮৫ লাখ ৬১ হাজার ১০০ টাকার দরপ্রস্তাব গ্রহণ করে সড়ক বিভাগ। প্রকল্পটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর ৩১ মে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রকল্পের দায়িত্ব নেয় মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি। মাত্র ৫ মাসের মধ্যেই আলোর মুখ দেখে ডিজিটাল পরিবহন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন উদ্যোগ। ৩১ অক্টোবর নিজ কার্যালয়ে মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেকটিভ নাম্বার প্লেট, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন ট্যাগ ও ডিজিটাল নিবন্ধন সনদ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সে সময় তিনি জানিয়েছিলেন, মোটরযানের মালিক, চালক, নিয়ন্ত্রক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীসহ সবার সুবিধা নিশ্চিত করতে এই ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। নতুন এই ব্যবস্থায় যানবাহন খাতে সেবার মান এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) সামর্থ্য ও কর্মদক্ষতা ▸

বাড়ার পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করবে। এতে গাড়ির মালিক ও যাত্রীরা উপদ্রবমুক্ত হবেন এবং একজনের নামে কয়টা গাড়ি আছে তাও জানা যাবে। বস্তুত সড়ক, রেল ও নৌ এই তিন পথেই নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে বর্তমান সরকার। এই সরকারের আমলেই বুয়েটে একটি দুর্ঘটনা গবেষণা কেন্দ্র করা হয়েছে।

গাড়িতে ডিজিটাল নাম্বার প্লেটের সুবিধা

দেশে সব ধরনের বাণিজ্যিক এবং অবাণিজ্যিক মোটরযানের জন্য নতুন প্রযুক্তির ডিজিটাল নাম্বার প্লেট, নিরাপত্তা ট্যাগ ও আধুনিক নিবন্ধন সনদ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে। তবে আপাতত শুরু করা হয়নি দূতাবাসের গাড়িতে ডিজিটাল নাম্বার প্লেট সংযোজনের কাজ।

বিআরটিএ'র তথ্যমতে, বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ১৭ লাখ ৫১ হাজার ৮৩৫টি যানবাহন রয়েছে। এগুলোর পাশাপাশি ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন নামবে, সেগুলোর জন্যও নতুন এ প্রযুক্তির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সব ধরনের মোটরযানের ডিজিটাল নাম্বার প্লেট ও নিরাপত্তা ট্যাগ সংযোজন বাধ্যতামূলক করার আগে আলোচনা না করায় শুরুতেই আপত্তি জানান বাস-ট্রাক মালিক ও শ্রমিক নেতারা। নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের শুরুতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমনটা হয়ে থাকে। সামগ্রিক বিচার না করেই এগুলোকে বাজে খরচ কিংবা গলার ফাঁস এমন কথা চাউর হয়। এক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। গত বছর ১৭ অক্টোবর বিআরটিএ'র সাথে এক বৈঠকে এমনই অভিমত ব্যক্ত করে সরকার নির্ধারিত চার্জ কমানোর শর্ত দেয় পরিবহন মালিক সমিতি। এর পরিপ্রেক্ষিতে চার্জ কমানোর সিদ্ধান্ত নেয় বিআরটিএ। তবে নতুন কেনা গাড়ির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে আগের চার্জই বহাল রাখার বিষয়ে অনড় থাকে তারা। সে ক্ষেত্রে শ্রেণীভেদে গ্রাহককে ২ হাজার ৫৩০ ও ৫ হাজার ১৭৫ টাকা দিতে হচ্ছে। আর এ নাম্বার প্লেট, ট্যাগ ও নিবন্ধন সনদের মেয়াদ সাত বছর। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ভাঙলে বা নষ্ট হলে আবার নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকার বিনিময়ে তা সংযোজন করা যাবে। তবে বাস-ট্রাক মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর আপত্তিতে রেট্রো-রিফ্লেকটিভ নাম্বার প্লেট, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ এবং স্মার্ট রেজিস্ট্রেশন কার্ড বা ভেহিক্যাল ওনারশিপ কার্ড নামের নতুন প্রযুক্তির চার্জ কমাতে বাধ্য হয়েছে বিআরটিএ। নতুন নাম্বার প্লেটে বিশেষ ধরনের স্ক্রু ব্যবহার করা হচ্ছে, যা একবার খুললে ভেঙে ফেলতে হয়। ফলে এক যানবাহনের নাম্বার প্লেট অন্য যানবাহনে লাগানো যাবে না। এছাড়া এখন মোটরযান সংক্রান্ত শক্তিশালী ডাটাবেজের আওতায় আন্তর্জাতিক মানসম্মত নিবন্ধন সনদ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

এর মাধ্যমে কর, ফিটনেস, রুট পারমিট ইত্যাদির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই গাড়ির মালিক এসএমএসের মাধ্যমে হালনাগাদ করার তাগিদ পেয়ে যাবেন। নতুন এ নাম্বার প্লেট স্থাপন করা শেষ হলে শহরের নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত মেশিনের নির্ধারিত দূরত্বের মধ্য দিয়ে গেলেই কোন যানবাহনের ফিটনেস সার্টিফিকেট নেই, তা ট্রাফিক পুলিশ কমপিউটারে বসেই দেখতে পারবেন। এর জন্য বর্তমানে যেভাবে কাগজ দেখতে হয় তা আর দরকার পড়বে না। এমনকি কোনো গাড়ির বিরুদ্ধে মামলা হলে তাও কমপিউটারে শনাক্ত করা যাবে। বিদ্যমান প্রায় সাড়ে ১৭ লাখ যানবাহনের নাম্বার প্লেট সংযোজনের জন্য ফিটনেস সনদ, ট্যাক্স টোকেন নবায়ন ও অন্য যেকোনো কর বা ফি জমা দেয়ার সময় অতিরিক্ত চার্জ নিয়ে নতুন নাম্বার প্লেট, নিরাপত্তা ট্যাগ দেয়া হবে।

আইনে ডিজিটাল পরিবহন

মোটরযান বিধি ১৯৮৪-এর ৫৯ ধারা অনুযায়ী মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন মার্ক প্লেট বা নাম্বার প্লেট মেটালিক প্লেটে বা মোটরযানের বডিতে কালো জমিনের ওপর সাদা লেখা বা সাদা জমিনের ওপর কালো লেখা ও কূটনৈতিক মিশন ও প্রিভিলেজড ব্যক্তিদের মালিকানাধীন মোটরযানের নাম্বার প্লেট হলুদ জমিনের ওপর কালো লেখা থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। মোটরযানের শ্রেণী ও বডির ধরন অনুযায়ী মোট তিন ধরনের নাম্বার প্লেট রয়েছে। এছাড়া রেজিস্ট্রেশন নাম্বার প্লেটের আকার ও রেজিস্ট্রেশন নাম্বারের অক্ষর ও সংখ্যাগুলোর উচ্চতা, লাইনগুলোর মধ্যকার ফাঁকা জায়গা ইত্যাদি ওই বিধিতে নির্দিষ্ট করা থাকলেও নাম্বার প্লেট সংশ্লিষ্ট মালিক এগুলো তৈরি ও ব্যবহার করেন না বলে বিধিগুলো সঠিকভাবে পালন করা হয় না। ফলে রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের নাম্বার প্লেট দেখা যায়। এতে বলা হয়েছে, নাম্বার প্লেটে রেট্রো-রিফ্লেকটিভ শিট ব্যবহার না করায় রাতের বেলা এমনকি দিনের বেলায়ও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষে আইন ভঙ্গকারী মোটরযানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া অনেক ক্ষেত্রে কষ্টকর হয়ে পড়ে। পাশাপাশি নাম্বার প্লেটে কোনো সিকিউরিটি ডিভাইস না থাকায় একই নাম্বার ব্যবহার করে ভুয়া মোটরযান রাস্তায় চলাচল করতে পারে। সেই সুযোগে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে এগুলো ব্যবহার হতে পারে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতেই বাধ্যতামূলকভাবে ডিজিটাল নাম্বার প্লেট চালু করছে সরকার। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম দফায় ১২ হাজার গাড়িতে ডিজিটাল নাম্বার প্লেট যুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়।

এগিয়ে চলছে দিন দিন

অনেকটা অন্তরালেই এগিয়ে চলছে পরিবহন খাতের ডিজিটালাইজেশনের কাজ। গাজীপুরের বিএমটিএফ কারখানায় তৈরি করা হচ্ছে এই ডিজিটাল নাম্বার প্লেট। এরপর তা দেশের নয়টি স্থান থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। স্থানগুলো হলো– মিরপুর বিআরটিএ অফিস, ইকুরিয়া, খুলনা, যশোর, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও বগুড়া। পাশাপাশি চলছে আরএফআইডি স্থাপনের কাজ। ইতোমধ্যেই রাজধানী ঢাকায় স্থাপন শুরু হয়েছে মোটরযানের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশনের (আরএফআইডি) ১২টি স্টেশন। গাড়ির যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করে তা সংরক্ষণ করা হচ্ছে বিশেষ সার্ভারে। এই সার্ভারটির সব তথ্যই নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে বিনিময় ব্যবস্থা করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে। ডিজিটাল নাম্বার প্লেট সংযোজনের সময়ই বিভিন্ন কোণ থেকে তুলে রাখা হচ্ছে গাড়ির ছবিও। একই সময় গাড়ির উইন্ডশিল্ডের ওপরে ও মাঝখানে লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে আরএফআইডি ট্যাগ। আর বিশেষ ধরনের ওয়ান ওয়ে স্ক্রুর মাধ্যমে গড়ির নাম্বার প্লেটের নির্দিষ্ট জায়গায় লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে ডিজিটাল নাম্বার প্লেট। রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে স্থাপিত আর্চ পয়েন্ট থেকে এই নাম্বার প্লেট এবং উইন্ডশিল্ডের ভেতরে সংযোজিত আরএফআইডি ট্যাগের মাধ্যমেই জানা যাবে গাড়ির যাবতীয় তথ্য। এই কাজ শেষ হলেই শুরু হবে স্মার্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বা ভেহিক্যাল ওনারশিপ সার্টিফিকেট (ব্লু বুক) দেয়ার কাজ। এরপর ট্রাফিক পুলিশের হাতে দেয়া হবে আরও একটি ডিজিটাল হ্যান্ড কিড ডিভাইস। এই ডিভাইসটি দিয়েই তিনি যেনে যেতে পারবেন গাড়ি ও গাড়ির চালক সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য। কোনো ত্রুটি পেলে এটি দিয়েই তিনি কেস দেয়ার পাশাপাশি জরিমানা করতে পারবেন। তবে সে সময় গাড়ির চালক কিংবা মালিককেও আর রাস্তায় বিড়ম্বনার শিকার হতে হবে না। থানার চৌহদ্দিতে পা না বাড়ালেও চলবে। ব্যাংক কিংবা মুঠোফোন থেকেই তিনি পরিশোধ করতে পারবেন জরিমানার টাকা। অনলাইনেই কেসস্কিপ ও দায়মুক্তি সনদ সংগ্রহ করতে পারবেন।

ডিজিটাল পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি বলেছেন, পরিবহন ব্যবস্থাকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে এখন গাড়িতে ডিজিটাল নাম্বার প্লেট যুক্ত হচ্ছে। এর ফলে কোনো গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পালিয়ে গিয়েও পার পাবে না। এতে গাড়িতে ভুয়া নাম্বার প্লেটের ব্যবহার, একই নাম্বার একাধিক গাড়িতে লাগানোর প্রবণতাও রোধ করা সম্ভব হবে। ডিজিটাল নাম্বার প্লেট বা রেট্রো-রিফ্লেকটিং ভেহিক্যাল নাম্বার প্লেটে ট্র্যাকিং ডিভাইস সংযুক্ত থাকায় যানবাহনের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড সেফটি নিশ্চিত হবে এবং যানবাহনের গতিবিধি জানা যাবে। এ পদ্ধতিতে দায়ী ব্যক্তি পালিয়ে যেতে পারবে না।

সিকিউরিটি ও সেফটির কথা বিবেচনা করে এ প্রকল্পের কাজটি বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরিকে দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, তারা দ্রুত ও মানসম্পন্নভাবে এ কাজটি করছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সড়ক দুর্ঘটনাও অনেকাংশে কমে আসবে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন গাড়িতে বিভিন্ন সাইজের নাম্বার প্লেট ফ্রিস্টাইলে ব্যবহার করা হচ্ছে। ডিজিটাল নাম্বার প্লেট ব্যবহার করলে সব গাড়ির নাম্বার প্লেট এক মাপের হবে। ভুয়া ও আনফিট গাড়িতে নাম্বার প্লেট ব্যবহারের প্রবণতা কমে যাবে।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ৩ হাজার ৬৫২ টাকা জমা দিয়ে নতুন নাম্বার ▸

প্লেটের জন্য পরিবহন মালিকেরা বিআরটিএতে আবেদন করছেন। ব্র্যাক ও সাউথইস্ট ব্যাংকের মাধ্যমে এই টাকা পরিশোধ করলে সর্বোচ্চ এক থেকে দেড় মাসের মধ্যেই ডিজিটাল নাম্বার প্লেট সরবরাহ করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মোটরযানের মালিক, চালক, নিয়ন্ত্রক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীসহ সবার সুবিধা নিশ্চিত করতে পরিবহন সেক্টরে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এর ফলে গাড়ির মালিক ও যাত্রীরা উপদ্রবমুক্ত থাকবেন। একজনের নামে কতগুলো গাড়ি রেজিস্ট্রেশন করা আছে তাও জানা যাবে নতুন এই পদ্ধতিতে।

প্রকল্প পরিচালক শাহাদাৎ হোসেন চৌধুরী জানিয়েছেন, প্রতিটি গাড়িতে ডিজিটাল নাম্বার প্লেটের সাথে একটি ডিভাইস যুক্ত করা হয়েছে। এই ডিভাইসে থাকবে সব ধরনের তথ্য। পরিবহন মালিক, চালক সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্যসহ লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে কিনা, ফিটনেস সার্টিফিকেট, গতিবেগ, গাড়ির অবস্থানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই ডিভাইসের মাধ্যমে ধরা পড়বে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ির চালক ও মালিককে দ্রুত আটক করা সম্ভব হবে। এছাড়া ব্রেক ফেল কিংবা বেপরোয়া গতিতে চালানো বা অন্য কোনো কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে কিনা তাও জানা যাবে নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে।

পরিবহন খাত পুরোপুরি ডিজিটাল করা সম্ভব হলে আগামীতে সেতুতে টোল দিতে গাড়ির লাইন দেয়ার প্রয়োজন হবে না। পরিবহনে যুক্ত ডিভাইসে টাকা রিচার্জের ব্যবস্থা থাকবে। গাড়ি টোল প্লাজা পার হওয়ার সাথে সাথেই ডিভাইসের মাধ্যমে টোলের টাকা কেটে রাখা হবে। ডিভাইসে টাকা রিচার্জ করা না থাকলে টোল পয়েন্টে এসে গাড়ি আটকে যাবে।

তিনি আরও জানান, বর্তমানে প্রাইভেটকারসহ গণপরিবহনের নাম্বার প্লেট রাতের অন্ধকারে দেখার কোনো সুযোগ নেই। নতুন নাম্বার প্লেট ও গাড়ির নাম্বার রাতে অনেক দূর থেকেই দেখা যায়। নাম্বার প্লেট কোনো অবস্থাতেই খোলা যাবে না। কেউ খোলার চেষ্টা করলেই তা ভেঙে যাবে। রাস্তায় পুলিশসহ পরিবহন চালক ও যাত্রীদের বিড়ম্বনা কমে আসবে। নতুন সব প্রযুক্তি গাড়িতে যুক্ত করার পর নানা কারণে রাস্তায় পুলিশকে গাড়ি আটকাতে হবে না। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে কোনো গাড়ি ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করছে কিনা, তা দেখা যাবে। সেখানে বসেই গাড়ির বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে পুলিশ। এছাড়া কোনো চেক পোস্টে পুলিশ গাড়ি আটকালে নাম্বার প্লেটে ডিভাইস ধরামাত্রই সব তথ্য ভেসে উঠবে। এক্ষেত্রে কোনো কিছু অসম্পূর্ণ থাকলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও বিআরটিএ।

বিআরটিএ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালের মধ্যে দেশের সব পরিবহন ডিজিটালাইজেশনের এই কার্যক্রমের আওতায় আসবে। ইতোমধ্যে নতুন নাম্বার প্লেট তৈরি ও সরবরাহ শুরু করেছে সেনাবাহিনী। নতুন কার্যক্রমের ফলে পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। কমবে ভোগান্তিও।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে, গাড়ির সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে ১২টি আরএফআইডি স্টেশন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই উত্তরা ও এয়ারপোর্ট এলাকায় এই পয়েন্ট তৈরিও করা হয়েছে। সবগুলো করা হলে এসব স্টেশন ফাঁকি দিয়ে রাজধানীতে গাড়ি চলাচলের কোনো সুযোগ থাকবে না। আর স্টেশন ক্রস করা মাত্রই পুলিশ গাড়ির সার্বিক বিষয় মনিটর করতে পারবে। চুরি বা ছিনতাই হওয়া গাড়ি দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হবে। তাছাড়া গাড়িটি কোথায় যাচ্ছে, যানজটে আটকে আছে কিনা, চালক ও যাত্রী কতবার পরিবর্তন হলো, গাড়ির সর্বশেষ অবস্থানসহ সবকিছুই জানা যাবে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে। কোনো গাড়ি আইন ভঙ্গ করলে কিংবা দুর্ঘটনার পর পালিয়ে এলে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে চালকসহ গাড়িটি আটকানো সম্ভব হবে। এ প্রকল্প শতভাগ সফল হলে ২০১৫ সালের পর থেকে ভুয়া নাম্বার লাগানো গাড়িগুলো সহজে চিহ্নিত করা যাবে। তখন চুরি করা গাড়ি রাস্তায় চালাতে পারবে না। তবে গাড়ি চুরি করার আগে কাচে লাগানো 'রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন' স্টিকারটি তুলে নিলে অথবা কাঁচ ভেঙে ফেললে এ প্রযুক্তিতে চুরি রোধে তেমন ফলাফল পাওয়া যাবে না। তাই এমন ছোটখাটো ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা যেনো পুরো প্রকল্পটিকেই দুর্বল করে না দেয় সে সম্পর্কে এখনই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নজর দেবে বলেই আশা করছেন বিশিষ্টজনেরা কজ

ফিডব্যাক : netdut@gmail.com